শিশু মনের না–বলা কথা ও ইচ্ছে পূরণের স্বপ্ন

# ইচ্ছে ডানায় উড়তে মানা

সঞ্জয় মুখার্জ্জী

শিশুমনের না-বলা কথা ও ইচ্ছে পূরণের স্বপ্ন

# ইচ্ছে ডানায় উড়তে মানা

## সঞ্জয় মুখার্জ্জী

জনছবি প্রকাশন

শিশু মনের না-বলা কথা ও ইচ্ছে পূরনের স্বপ্ন

# ইচ্ছে ডানায় উড়তে মানা

**সঞ্জয় মুখার্জ্জী**

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা, ২০১৮

**গ্রন্থস্বত্ব**
লেখক

**প্রকাশক**
একেএম নাসিরউদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

**অস্থায়ী কার্যালয়**
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
E-mail : jalchhabi2015@gmail.com

**ISBN : 978-984-92648-3-5**

**প্রচ্ছদ**
সোহাগ পারভেজ
অলংকরণ : সংগৃহীত

মূল্য : ১৫০ টাকা

**একমাত্র পরিবেশক**

**ম্যাগনাম ওপাস**
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

**অনলাইন পরিবেশক**

**www.rokomari.com**
ফোন : ১৬২৯৭

.....

**Ichhey Danaye Urtey Maana** by **Sanjoy Mukherjee**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka,
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 150.00, US $ 5

# উৎসর্গ

সকল শিশু,
যারা তাদের না-বলা ইচ্ছেগুলোকে
বাস্তব রূপ দিতে চায়

সকাল থেকেই পরাগ আর পিউ ভীষণ চুপচাপ। কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। এমনকি কারো দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। পরাগ ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর পিউ পড়ে ক্লাস সিক্সে। পিউ পরাগের থেকে এক বছরের ছোট। তবে তার অভিমান একটু বেশি। সে একবার পরাগের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ভাইয়া তাকে দেখছে কি না। পরাগও ঠিক সেই সময়ে বোনের দিকে তাকাতেই দুজনের চোখাচোখি। আর অমনি পিউ মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো। ও জানে ভাইয়া ঠিক এখনই তাকে জিজ্ঞাসা করবে, কী হয়েছে? কেন সে অমন চুপটি করে বসে আছে।

পরাগ বুঝতে পারলো, এখনই যদি পিউকে জিজ্ঞাসা না করে কী হয়েছে, তবে সে ঠিকই কান্না জুড়ে দেবে। পরাগ আস্তে করে বোনের কাছে গিয়ে বললো, কী রে? কী ব্যাপার, এমন মুখ গোমড়া করে আছিস

কেন? বলে ফেল আমাকে। নইলে তো মা এলে তক্ষুণি আমার নামে নালিশ করবি!

পিউ বললো, আগে বল তুই কেন এমন চুপচাপ। সে জন্যই তো আমিও চুপ করে আছি। বল না ভাইয়া, কেন এমন চুপ করে আছিস?

পরাগ বোনকে নিয়ে পড়ার টেবিলে এসে বসে। জানে মা এক্ষুণি চলে আসবে। পিউ জিজ্ঞাসা করে, কী রে বল।

পরাগ বলে, আমার মন ভীষণ খারাপ। আচ্ছা বলতো, প্রতিদিনই খুব সকালে এমন ঘুম থেকে উঠে পড়ার টেবিলে বসতে কার ভাল লাগে। আমার খুব ইচ্ছে করে খুব সকালে উঠে জানালা দিয়ে আসা রোদ্দুর নিয়ে একটু খেলা করি। কেমন করে রোদ্দুর একটু-একটু করে সরে যায় পূবের জানালা থেকে। তা না করে ঘুম থেকে উঠেই পড়ার টেবিলে বসতে কার এমন ভাল লাগে বল!

পিউ সাথে-সাথে বললো, আমারও সে রকম ইচ্ছে করে তো। কিন্তু মা তো একদমই খেলতে দেয় না! সে জন্যই তো আমারও মন ভীষণ খারাপ। আমাদের ইচ্ছেগুলো কেউই শুনতে চায় না!

আচ্ছা ভাইয়া, তুই-ই বল। দু-একটা দিন স্কুলে না গেলে কী হয়? আমরা তো প্রতিদিনই যাই। এই যেমন ধর, বৃষ্টির দিনে কার স্কুলে যেতে ভালো লাগে? ছাতা মাথায় দিয়ে বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে ভিজতে-ভিজতে স্কুলে যেতে আর ভালো লাগে না। তারচে বরং বৃষ্টির দিনে জানালার কাছে বসে বৃষ্টি দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তা না করে বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যেতেই হবে। স্কুল কামাই করা চলবে না। আর তুই-ই বল বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে গিয়ে পড়ায় কি মন বসে? এরকম বন্দী জীবন আর ভাল লাগে না।

পরাগ মন দিয়ে পিউর কথা শোনে। ভাবে পিউ তো ঠিক তার মতো করেই ভাবছে। তবে কি সবাই এরকম চিন্তা করে। সে বলে, একদম ঠিক বলেছিস। যদিও বা বৃষ্টির দিনে স্কুলে যাই, ফেরার সময় আমার

ভীষণ ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে ফুটবল খেলতে। সবাই কেমন মজা করে ফুটবল খেলে!

পিউ সাথে-সাথে বলে ওঠে, কিংবা স্কুল থেকে ফেরার সময় যদি বৃষ্টি পড়ে, তবে ছাতা মাথায় না দিয়ে বৃষ্টিভেজা হয়ে বাড়ি ফিরতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এভাবে আর কতদিন এমন কড়া শাসনে চলবো ভাইয়া? মা তো একেবারেই শুনতে চায় না। তাই তো আমার মন প্রতিদিনই এমন খারাপ করে তোর মতোই। কিন্তু বলতে পারি না।

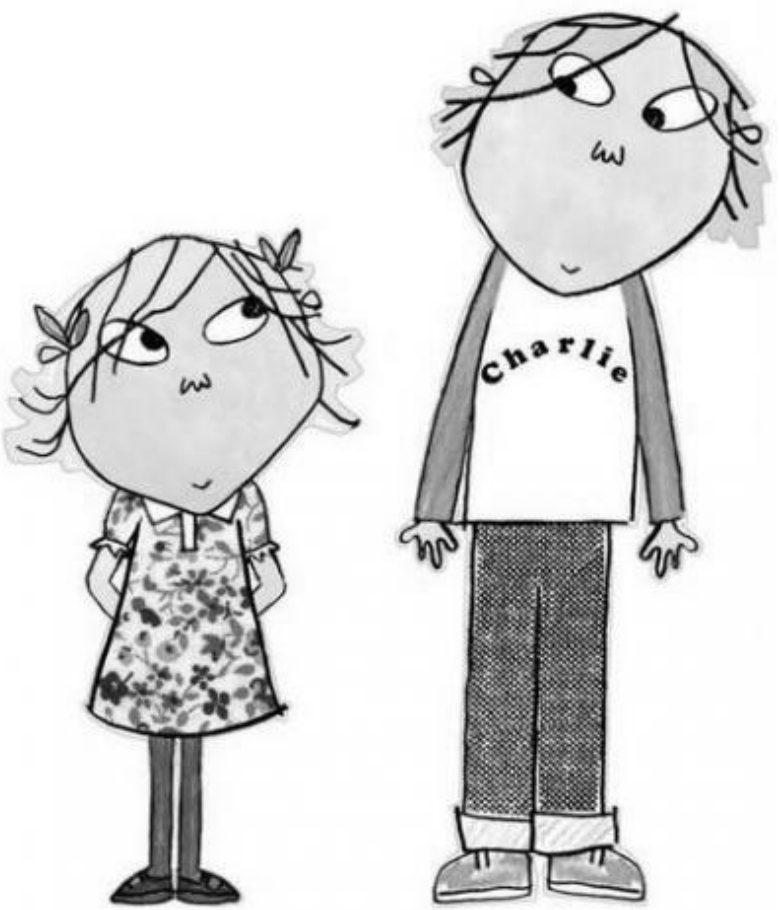


পরাগ কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পিউর মুখের দিকে। তার

না-বলা কথাগুলো কেমন করে পিউ জানতে পারে! পিউ খুব অবাক হয়। ভাইয়াও তার মতো একই রকম চিন্তা করে! পরাগ পিউকে বলে, স্কুল থেকে বিকেল বেলা কার পড়তে ভালো লাগে। বিকেল বেলা সবাই যখন খেলার মাঠে যায়, তখনও আমাদের টিউশনে যেতে হয়। সবাই কেমন কাদামাটি মেখে সারা মাঠ দৌড়ায়। মাটি মাখতে আমার যে কী ভালো লাগে! কিন্তু মা বলেছে, জামা-কাপড় একদম নোংড়া করা যাবে না। তাই আর খেলা করা হয় না।

আমারও ভীষণ ইচ্ছে করে ভাইয়া। বিকেল হলেই মাঠ জুড়ে কত রংয়ের প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। আমার ওদের সাথে খেলা করতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু পারি না। আমার খুব কান্না আসে। এমনি করে আমার সব ইচ্ছেরা মরে যায়। তাই তো মন খুব খারাপ করে। কোন কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

ঠিক এমনি সময় ডাবলু মামা পিছন থেকে দুজনকে জড়িয়ে ধরে বলে, তাই বুঝি? তোদের সব ইচ্ছেগুলো মরে যায়! এই যে আমি তোদের সাথে এতো মজা করে গল্প বলি, তাতেও বুঝি হয় না? পরাগ আর পিউ দুজনেই চমকে ওঠে। ডাবলু মামাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মামা সত্যি বলছি। তোমরা বড়রা কেউ কখনই আমাদের ইচ্ছেগুলো বুঝতে পারো না। আমাদের মন খারাপের একশো একটা কারণ আছে। যদি তোমরা কোনদিন জানতে পারতে, তবে আমাদের কোন কষ্ট থাকতো না।

ডাবলু মামা বেশ চিন্তাযুক্ত হয়ে বললো, বুঝলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শুনবো তোদের কথা। তারপর আপাকে বলবো তোদের ইচ্ছে পূরণ করতে। পরাগ আর পিউ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললো সত্যি-সত্যি শুনবে আমাদের কথা! মাকেও বলবে?

ডাবলু মামা বললো, হুমম্ বলবো।

তবে একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত? দুজনেই জানতে চাইলো।

ডাবলু মামা বললো, প্রথমে ইচ্ছেগুলো একটু-একটু করে শুনবো। তারপর সেগুলোকে যদি ছন্দ মিলিয়ে বলতে পারিস, তবেই তোদের ইচ্ছে পূরণ করবো।

পরাগ একটু চিন্তা করতে লাগলো, কী বলবে?

পিউ বলে উঠলো, রাজি। আমি পারবো ছন্দ মেলাতে।

পরাগ বললো, পারবি তো?

পিউ বললো, একদম।

তো ডাবলু মামা দুজনকেই সামনে বসিয়ে রেখে বললো, শুরু করো। শুনি তোমাদের ইচ্ছেগুলো আর মন খারাপের কারণ। পরাগ বলতে শুরু করলো একটু আগেই পিউর সাথে দুজনে যা আলাপ করেছে। ডাবলু মামা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ফিরে গেছে পনের বছর আগে তার শৈশবে। ঠিক পনের বছর পর তার মনের কথাগুলো নতুন প্রজন্মের মুখে অবাক হয়ে শুনছে সে।

বেশ কিছুক্ষণ শোনার পর বললো, আচ্ছা বেশ হয়েছে। এবার পিউ। দেখি কেমন ছন্দ বেঁধেছিস!

পিউ একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলো—

মন খারাপের একশো একটা কারণ
কে রেখেছে খবর বলো তার,
পছন্দেরা পায় না সুযোগ মোটেই
বিধি-নিষেধ অসংখ্য হাজার।

যেমন ধরো সাত-সকালে উঠেই
পড়তে কেন বসতে হবে রোজ,
জানালা দিয়ে সোনা-রোদের হাসি
কে দেখেছে, নিয়েছে কে খোঁজ?

ভোরের আলো মাখলে পরে গায়ে
মনটা কেমন ভালো হয়ে যায়,
তা না করে বইয়ের টেবিল ঘিরে
সাত-সকালে বসতে কে গো চায়?

মন খারাপের এখান থেকেই শুরু
সারাটা দিন রয়েছে তো পড়ে,
বলবো সবই বলবো তোমার কাছে
প্লিজ একটু শোনো, ধৈর্য ধরে।